চিরকুট ২৮

সাম্প্রতিক টরন্টোতে সম্পন্ন হলো উদীচী শিল্পী গোষ্ঠি ক্যানাডার দ্বিবার্ষিক সন্মেলন। আলোচনা হলো প্রগতিশীলতা আর সংস্কৃতি নিয়ে। একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো তা হলো অনেক বক্তা মনে করেন - ধর্মহীনতাই প্রগতিশীলতা। এটা কি সম্ভব কোন মানুষ কোন একটা ধর্ম ছাড়া বসবাস করতে পারে। যদি সে কোন প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস না করে - তবে তার নিজের পছন্দ মতো একটা মতাদর্শকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে নিয়ে সেটাকে পালনের চেষ্টা করে। এমনকি যারা প্রচলিত ধর্মের বিরোধী তারাও সে তার নিজের মতো দর্শন তৈরী করে সেটার উপর নিজের জীবন যাপন করে। মানুষ আর পৃথিবীর মঙল চিন্তা আর সেটার জন্যে কাজইতো ধর্ম। তাহল দেখা যাচ্ছে ধর্ম ছাড়া কোন মানুষ নেই - হয়তো সে ধর্ম প্রকাশিত অথবা অপ্রাশিত। এমন কোন সভ্যতা বা সংস্কৃতি আছে কি বিশ্বে যার সাথে কোন না কোন ধর্মে যোগাযোগ নেই? আজ টরন্টোতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে "সান্টাক্লাউস প্যারেড"। এটা বিশেষ ভাবে পালন করা হচ্ছে - কারন এটা হচ্ছে এর ১০০তম প্যারেড। ১০০ বৎসর আগে হাডসন বে কোম্পানী এ প্যারেড চালু করে। একটু ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে "হাডসন বে কোম্পানী" আর ভারতীয় উপমহাদেশে যাওয়া "ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানী" কাজ ছিল একই। ভারতে তারা ধর্ম, সংস্কৃতি আর ধর্মীয় বিরুপ পরিবেশের কারনে তাদের ব্যবসায়ী সংস্কৃতিকে বিস্তার করতে তেমন সফল হয়নি কিন্তু সফল হয়েছে নিউজিল্যান্ডে, অস্ট্রেলিয়ায়, ক্যানাডায়। হাডসন বে তাদের আধুনালুপ্ত চেইন রিটেলার স্টোর ইটোনস্ এবং বে এর মাধ্যমে ব্যবসা প্রসারিত করার জন্যে খৃষ্টান ধর্মকে ব্যবহার করে এক কাল্পনিক সেইন্ট চরিত্র ব্যবহার করে এই প্যারেডের প্রচলন করে যা মুলত কোমলমতী বাচ্চাদের অধিকতর কেনাকাটাতে আকৃষ্ট করার জন্যেই করা হয়। যারা বাংলাদেশে রমজান মাসে ব্যবসা বর্ধিত প্রসারকে মৌলবাদের প্রসার বলে বিবেচনা করেন তারা ১০০ বৎসরে ইংরেজ বণিকদের ব্যবসায় ধর্মীয় অনুভূতির সাফল্য জনক ব্যবহার নিয়ে একটু ভাবতে পারেন।

(২)

ওসামা বিন লাদেন নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক-আলোচনা-সমালোচনা প্রচারিত হয়। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিন লাদেন ছিল হট ইস্যু। কিন্তু আমেরিকান প্রশাসনের মানুষ প্রকৃত পক্ষে বিন লাদেনকে নিয়ে কি ভাবেন তা নিশ্চয় জানাটা নিশ্চয় গুরুত্বপুর্ন । CBC (Canadian Broadcasting Corporation) গত বৎসর আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের (CIA) উচ্চপদের কর্মকর্তা - যিনি বিন লাদেন বিষয়ক এসাইমেন্টের একজন ছিলেন তার একটা সাক্ষাৎকার প্রচার করে। কিন্তু চাকুরীরত থাকার কারনে তার টিভিতে তার ছবি সেডেড করে রাখা হয় এবং অনেক কথা সেন্সর করা হয়। সাম্প্রতিক ভদ্রলোক বুশ প্রশাসন থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি সিবিসির সাথে খোলামেলা এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তিনি কিছু কথা বলেছেন যা আমেরিকান বর্তমান প্রশাসনের জন্যে বিব্রতকর। সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন - "যুদ্ধ না যুদ্ধ না এটা বিষয় নয় - বিষয়টা হচ্ছে একটা যুদ্ধ না কি সমাপ্তিহীন যুদ্ধ।" ভদ্রলোকের নাম **Mike Scheuer** । তিনি বলছেন - I believe, anyway - that the American people are continually misled by our leaders, Democrat and Republican, when they argue that Osama bin Laden is attacking us for who we are, rather than for what we do.। এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপুর্ন দিক। বুশ প্রশাসন ৯/১১ এর বিয়োগান্তক ঘটনাকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারে কারনে লাদেনের বিষয়টাকে জিয়িয়ে রেখেছে। ফলশ্রুতিতে নির্বাচনে লাদেনের রেকর্ডকৃত ভাষন তাদের নির্বাচনের কাজে এসেছে। ক্রমাগত মিথ্যাচারে মাধ্যমে লাদেনের ইসুটাকে একটা মুসলমান বিরোধী ইসুতে রুপান্তরিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে লাভবান হয়েছে লাদেন আর তার বাহিনী। এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে যখন বুশ তার বাহিনী ইরাকে পাঠায় তখন সম্ভবত সবচেয়ে সুখী মানুষ ছিলেন ওসামা বিন লাদেন। কারন Mike Scheuer এর মতে বিন লাদেন সাফল্যজনক ভাবে নিজেকে আমেরিকান নীতির বিরোদ্ধে একনিষ্ঠ রেখেছে আর বুশ প্রশাসন মুসলমান বিশ্বের সাথে দুরত্ব তৈরী করে লাদেনকে একক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুযোগ করে দিয়েছে। মুসলমাদের ২য় পুন্যভুমির দখলদার ইসরায়েলর প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মুসলমানদের আরেক পুন্যভুমি কুফা-নাজাফের রক্তপাত করার পর বাগদাদ আর ফালুজায় মসজিদে ঢুকে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে আমেরিকান বর্তমান প্রশাসন ক্রমাগত বিন লাদেকে "বিন-লাদেননিজমে" রুপান্তরিত হতে সহায়তা করছে। এ বিষয়ে Scheuer বলেন - I really think we're at a point where bin Laden is becoming "bin Ladenism".... And surely

the invasion of Iraq, whatever the threat Saddam posed - and I'm not at all expert on that - broke the back of our effort against Islamic militancy writ large.

এটা পরিষ্কার যে আমেরিকার বর্তমান প্রশাসন যুদ্ধকে তাদের একটা নীতি হিসাবে নিয়েছে। যে কোন ভাবেই তারা নিজেকে যুদ্ধে জড়াবে। যারা এর পক্ষে বুঝে বা না বুঝে কথা বলেন তাদের জন্যে একটা অনুরোধ। দয়া করে মনে রাখবেন যুদ্ধ কোন দিনই চূড়ান্ত সমাধান হতে পারে না। একদিকে আমেরিকা নিজে ক্রমাগত গনবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরী করছে আর সেটা ব্যবহারের একমাত্র রেকর্ড তাদের – অন্যদিকে পৃথিবীতে অস্ত্রের বিরোধে তারা পুলিশের ভূমিকায় নেমেছে, যার একটা অনন্য উদাহরন বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন বিভাগ – যারা নিজেরা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে অন্যের দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত করে।

পাঠকদের সুবিধার্থে সদালাপে উক্ত সাক্ষাৎকারের লিংক দেওয়া হয়েছে।

(৩)

“পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে ইসলামি ফ্যানাটিজকে কাউন্টার দেওয়ার জন্যেই ভারতে সৃষ্টি হয় হিন্দুতবা এবং তা’থেকে সৃষ্টি হয় বিজেপি দলের।” ভারতের সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি (BJP) বা ভারতীয় জনতা পার্টির জন্মের এ বিশেষ তত্ত্ব পড়ার পর বোধ হয় পাঠক ভাবছেন কোন স্কুল ছাত্র পরীক্ষার খাতায় ভুল ভারতীয় ইতিহাসের এ তত্ত্ব লেখার পর নির্ঘাৎ শূন্য পেয়েছে। আসলে তা নয় গত সপ্তাহে ভিন্নমতে বিশিষ্ঠ মুক্তমনা ডঃ আবুল কাসেম চৌধুরী (সাঈদ কামরান মির্যা) তার আরেকটা মুসলমান বিদ্বেষী লেখার শুরুতে এ উক্তি করেছেন। এটা ভাবতে কষ্ট হয় যে একজন স্বঘোষিত জ্ঞানী মানুষ একটা বিষয়ে এক বড় একটা বুল তথ্য পাঠকদের দেবে । এটা হয়তো হয়েছে বিশেষ কারনে। তার মধ্যে দু’টা সম্ভাব্য কারন প্রধান হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। প্রথমত তার অজ্ঞতা – যেটা আমার জানামতে তিনি কখনও মানতে রাজী নন । আর অন্যটা কোন একটা কিছু প্রাপ্তির আশা। এর রকম মুসলমান বিরোধী লেখার সাথে সাথে যদি ভারতীয় হিন্দু মৌলবাদীদের তোষামোদ করা যায় তবে হয়তো তসলিমা নাসরিনের মতো দু’বার না হোক কমপক্ষে একবার আনন্দ পুরস্কার আর কলকাতায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলেও হয়ে যেতে পারে। পাঠক, এই সুযোগে বিজেপির জন্ম -ইতিহাসটা একটা দেখা যাক। ভারতীয় জনতা পার্টি তাদেরকে একক দল হিসাবে মনে করে না – তারা “সংঘ পরিবার” এর সদস্য হিসাবে তাদের বিবেচনা করে। বিজেপির গঠনতন্ত্রের সুচনাতে বলা হয়েছে – ***Bharatiya Janata Party is today the most prominent member of the family of organisations known as the "Sangh Parivar".*** সুতরাং তাদের ইতিহাস বিবেচনার আগে সে পরিবারে প্রধান সদস্য আরআরএস ***(RRS)*** এর ইতিহাস জানা বিশেষ প্রয়োজন – কারন কালের প্রবাহে এবং সময়ের সাথে তাল মিলাতে ***RRS*** এর একটি অংশ আজ রাজনৈতিক দল বিজেপি হিসাবে কাজ করছে। ১৯২৫ সালে ***Dr. Hedgerewar*** কতৃক ***RRS*** প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা জন্ম লগ্ন থেকে ভারতে মুসলমান শাসকদের অনুপ্রবেশকারী এবং অবৈধ বলে মনে করে। তারা বিশ্বাস করে ভারত হচ্ছে হিন্দুদের দেশ এবং সেখানে বসবাসকারী সবাই “এক ধরনের” হিন্দু। তাদের ঘোষনা পত্রে বর্নিত আছে – "majority of the Muslims of India are converts to that faith from Hinduism through force of circumstances. They are still Hindu in many essential ways and, in a free, prosperous, progressive India, they would find it the most natural thing in the world to revert to their ancient faith and ways of life." তাদের মতে ১৯২৫ সালের ভারতের – যার মধ্যে বাংলাদেশও অন্তভুক্ত – অধিবাসীরা সবই হিন্দু এবং এ লক্ষ্য সামনে ধারাবাহিক ভাবে রেখে শিবসেনা, আর বিজেপির জন্ম। করসেবার নামের জীর্ন এক মসজিদ ভেঙে উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে ক্ষমতায় যাবার পর ভারতের অনেক প্রদেশে গরু জবাই নিষিদ্ধ করা, বিশ্বিদ্যালয়ে জৌতিষী বিদ্যা শিক্ষা চালু করে তারা তাদের পদযাত্রার স্বাক্ষর রেখেছে। পরবর্তিতে হাজার হাজার মুসলমান নিধন যজ্ঞের মাধ্যমে তাদেরই একজন নরেন্দ্র মোদী মুখ্য মন্ত্রী হয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে নজির স্থাপন করেন – তার থেকে আরো অনেকে উৎসাহিত হওয়ার বিরাট সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে বিজেপি লাভ হবে জেনে ৭৫ বৎসর আগে বিজেপির জন্ম শুধু মাত্র হলিউডের সিনেমা টার্মিনেটরে সম্ভব। নব্য আমেরিকান এ ভদ্রলোকের ইতিহাস বিকৃতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতিকারীদেরও লজ্জা দেবে। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম – উনার লেখা ১৪০০ বৎসরে আগের ইতিহাস না পাঠ করলে আপনি মুক্তমনা(!) হতে পারবেন না কিন্তু।

২০০১ সালে সেপ্টেম্বর ১১ এর ভয়াবহ ঘটনায় যখন আমেরিকান প্রশাসন দিশেহারা হয়ে নানান পদক্ষেপ নিতে থাকে তখন পাশের দেশ ক্যানাডাতে এর বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন – আমেরিকা নিজের আকাশে বিমান চলাচল বন্ধ কর দেয় (অবশ্যই লাদেন পরিবারের জেটের ব্যতিক্রম ছাড়া) তখন ইউরোপ এবং এশিয়া থেকে আসা বিমান গুলো যারা আটলানটিক এবং প্যাসিফিকের উপরে ছিল তারা একমাত্র ক্যানাডা ছাড়া অন্য কোথাও যাবার যায়গা ছিল না। এই অবস্থায় ক্যানাডা নিজের নিরাপত্তার কথা এবং বিপদকালীন পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে প্রায় ২০০০ প্লেনকে বড় শহরে নামতে না দিয়ে ছোট এয়ারপোর্ট ব্যবহারে ব্যবস্থা করে। এই রকমের দু'টা এয়ারপোর্ট হচ্ছে গেনডার এবং ইকুলেট। ক্যানাডার পুর্ব দিকে আটলানটিকের উপকুলে এক ছোট জনপদ গেনডার আর তার আশপাশের মানুষ সেদিন ৮০০ প্লেনের যাত্রীদের এক সপ্তাহ যে আতিথেয়তা দেখিয়েছে তা ক্যানাডার ইতিহাসের এক গর্বিত অধ্যায়। কিন্তু আমেরিকান প্রশাসন বা প্রেসিডেন্ট বুশ গত চার বৎসর একটা বাক্যও ব্যবহার করেনি সেই কমিউনিটিকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে – মানুষ অবাক হয়ে দেখলো বুশ ৯/১১ এর পর বিভিন্ন দেশ যেমন স্পেন, ইংল্যান্ড এমনকি অস্ট্রেলিয়ার প্রসংশা করে শুধু মাত্র সহানুভূতি বার্তা পাঠানোর জন্যে। ক্যানাডার সাধারন মানুষ যারা আন্তরিক ভাবে ব্যাথিত হয়েছে ৯/১১ এর ঘটনায় আর তার প্রতীক হিসাবে ১০০০ ফায়ার ফাইটার আর রেসকিউ টিম পাঠিয়েছে। এত করার পরও মানুষ দেখলো তার উল্টা ফল। বুশ প্রশাসন একের পর এক বানিজ্য নিষেধাজ্ঞা – যেমন সফট উড, বিফ এবং ঔষধ আমদানীতে বাধা দিয়ে ক্যানাডার অর্থনীতিকে বিপদগ্রস্থ করছে। মানুষ ব্যথিত হলো। ফলে ক্যানাডায় সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায় ৭৬ শতাংশ মানুষ আমেরিকান বর্তমান নীতির সাথে একমত নয় –ক্যানাডাতে বুশকে একজন দাম্ভিক প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেখা হয়। এ অবস্থায় ৪ বৎসর পর প্রেসিডেন্ট বুশ ক্যানাডা সফর করছেন। এটা ক্যানাডা সরকারের জন্যে অনেকটা অপ্রত্যাশিত। নিয়মানুসারে প্রেসিডেন্ট বুশ ক্যানাডার পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে ভাষন দেবার কথা থাকলেও তা পরে বাতিল করা হয়। এর কারন সংসদে বুশের বিরোধীরা এত বেশী শক্তিশালী সেখানে তাকে হয়তো বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কারন সরকারী দল ক্যারলিন পেরিশ নামে একজন এমপিকে বুশ বিরোধী বক্তব্যের জন্যে বহিস্কৃত করার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত। এই ছাড়াও অটোয়াতে যুদ্ধ বিরোধী সংগঠনগুলো তাদের প্রস্তুতি চুড়ান্ত করে এনেছে বুশকে একটা বড় ধরনের বিক্ষোভ দেখানোর জন্যে। কারন আমেরিকার প্রস্তাবিত মিসাইল ডিফেন্স প্রোগ্রাম যা একটা কাল্পনিক শত্রুর বিরোধে একটা পারমানবিক অস্ত্রসজ্জা– যার জন্যে ক্যানাডাকে একটা চাপের মধ্যে রেখেছে বুশ কর্তৃপক্ষ। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট বুশের বেশী সময় যাতে অটোয়ার বাইরে থাকতে হয় সেই জন্যে তার সফর সুচির মধ্যে পুর্ব উপকূলীয় শহর হ্যালিফ্যাক্সকে নির্বাচিত করেছেন। বলা হচ্ছে তিনি সেখান ৯/১১ এর পর যারা আমেরিকানদের আথিতেয়তা দেখিয়েছে তাদের ধন্যবাদ দেবেন।

এ নিয়ে ক্যানাডার মিডিয়াতে বেশ মজার মজার আলোচনা হচ্ছে। কেহ বলছে – অবশেষে বুশ জানতে পেরেছেন ম্যাপের কোথায় ক্যানাডা অবস্থিত। একজন কাল টিভিতে বলছেন – চার বৎসরতো কিছুই না – আমেরিকানরা আরো অনেক কিছু জানবে পরে যা বুশ করে গেছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে বুশ কি আসলে ক্যানাডাকে ধন্যবাদ দিতে আসছে? এ বিষয়ে প্রচুর বিশ্লেষন এবং মতামত প্রচারিত হচ্ছে। তার মধ্যে যেগুলো প্রধান প্রধান গুলো সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হলোঃ

১) গত চার বৎসরে বুশ তার পররাষ্ট্র নীতির কারনে বর্হিবিশ্বের সাথে আমেরিকা কোন সুসম্পর্ক তো করতেই পারেনি বরঞ্চ বন্ধুদের শত্রুতে রূপান্তরিত করেছেন। যেমন স্পেন এবং ক্যানাডা ।

২) বিশ্বের একটা বিরাট অংশ আফ্রিকার সাথে এ প্রশাসন একটা বিরাট দুরত্ব তৈরী করেছে অবজ্ঞা আর মুনাফার লোভে – যেমন এইডসের ঔষদের পেটেন্ট নিয়ে এ প্রশাসন গত চার বৎসরে কোন ছাড় না দিয়ে আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ মৃত্যু পথ যাত্রী মানুষের জীবন নিয়ে ব্যবসা করার মাধ্যমে মানুষের ঘৃনা কুড়িয়েছে।

৩) সমস্ত বিশ্বের মতামত উপেক্ষা করে কিয়োটো, আর্ন্তজাতিক আদালত, ল্যান্ডমাইন, পারমানবিক নিরস্ত্রীকরনসহ সকল চুক্তির থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে এনে নিজেকে একঘরে করে ফেলেছে এ প্রশাসন।

আমেরিকান প্রশাসন বর্তমানে এর থেকে বেড়িয়ে আসার পথ খুঁজছে। এর প্রতিধ্বনি শুনা যায় আমেরিকান পুডল ব্লেয়ারের মুখে, যখন তিনি বলে আমেরিকাকে ইউরোপের সাথে কাজ করতে হবে। এ সকল বিষয়ে ক্যানাডার পরিস্কার পররাষ্ট্রনীতির কারনে ক্যানাডা বিশ্বে একটা সন্মানজনক অবস্থানে আছে। এ ছাড়া আর্ন্তজাতিক শান্তি রক্ষী, সকল মানবিক সনদের সমর্থক এবং ইরাক যুদ্ধের বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতির কারনে ক্যানাডা হয়ে উঠেছে একটা নতুন মেরু। যার প্রতিফলন হিসাবে ক্যানাডার প্রস্তাবিত জাতিসংঘ পুর্নগঠন বা G8 এর বদলে ভারত, ব্রাজিল এবং চায়নাকে নিয়ে L20 গঠনের প্রস্তাবে ল্যাটিন আমেরিকান এবং আফ্রিকান দেশগুলোর জোরালো সমর্থন আমেরিকান প্রশাসনকে ভাবাচ্ছে। আর একটা বিশেষ দিক আছে ক্যানাডার - তা হচ্ছে ফ্রাঙ্কোফনিক কম্পোনেন্ট। এই সুবাদে ফ্রান্স এবং ফরাসী ভাষাভাষী দেশ গুলোর সাথে বিশেষ সম্পর্ক থাকে। বুশ প্রশাসনের দাম্ভিক নীতি আমেরিকাকে এর থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমেরিকান বর্তমান প্রশাসন দেওয়ারে লিখন পড়তে শুরু করেছেন এবং দেরীতে হলেও বুঝতে পেরেছেন - পৃথিবীটা শুধু আমেরিকার নয় - এটা সবার। বাচঁতে হলে সবাইকে নিয়ে বাচঁতে হবে এবং ভাল থাকতে হলে সবাইকে নিয়ে ভাল থাকতে হবে।

(৫)

ব্লক বাস্টারে মুভি রেন্ট করতে গিয়ে ক্যাসেটের উপর ফ্রাইস (আলু ভাজা) খাবার ছবি দেখে ছেলের আগ্রহে একটা মুভি নিয়ে আসি। এর নাম Super Size Me । শুরুতে মনে করছিলাম আরো দশটা ডকুমেন্টারীর মতো এটা একটা একঘেয়ে ছবি হবে। মুভিটা দেখার পর হতম্ভব হওয়ার অবস্থা। যারা কর্পোরেট আমেরিকা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার চিত্র পেতে চান তারা এ ছবিটা দেখতে পারেন। কর্পোরেট আমেরিকা তাদের স্বার্থে শুধু মাত্র ইরাকে লক্ষ মানুষ হত্যা করে না, ইসরায়লকে একটা জাতিগোষ্ঠির অস্তিত্ব বিনা শর্তে সহায়তা দেয়না - নিজের দেশের মানুষকে পঙ্গু এবং নিরেট বানাচ্ছে। পুজিঁর বিভৎস রূপ যা সুন্দর বিজ্ঞাপনের মোড়কে সাধারন মানুষকে বিষ গিলাচ্ছে তার এক সুনিপুন ছবি Super Size Me । ফ্যারেনহাইট ৯/১১ এ মাইকেল মুর পুঁজিবাদীদের যুদ্ধব্যবসার (War Trade) ছবি যেভাবে দেখিয়েছেন Super Size Me তে পুজিঁর থাবা কিভাবে খাদ্য শিল্পকে গ্রাস করেছে তা দেখিয়েছে পরিচালক। ছবির কাহিনী কিছুটা বলার লোভ সামলাতে পারছিনা। এ ছবির পরিচালক নিজে ঘটনার সাবজেক্ট হয়ে নিজে ৩০ দিন তিন বেলা করে ম্যাগডোনাল্ডে খাবার খেয়েছেন। শুরুতে তিনি কয়েকজন ডাক্তারে কাছে রিপোর্ট করে তার শাররীক অবস্থা পরীক্ষা করান এবং সবাই তাকে একজন সবল মানুষ হিসাবে রিপোর্ট দেন। ৩০ দিন বার্গার খাওয়ার পর তার ওজন বেড়েছিল ২৮ পাউন্ড। তখন ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে আতকে উঠেছিল। তিনি একজন দুর্বল মানুষ - যার কোলেস্টরেল লেভেল ছিল বিপজ্জনক, হার্ট এবং কিডনী ঠিক মতো কাজ করছিল না। মজার বিষয় ছিল - শেষের দিকে ম্যাগডোনাল্ড খাবার জন্যে নেশাশক্তদের মতো আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। এ খাবার খাচ্ছে আমেরিকান লক্ষ লক্ষ অবুঝ শিশুরা - যাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক জোড়ালো বক্তব্য সচেতন মানুষদের মনে আশা জাগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

(৬)

তথ্য প্রযুক্তির যুগে কোন দেশের মানুষকে বিশ্বের থেকে আলাদা রাখা আর বোধ হয় সম্ভব নয়। এখন মানুষকে আর সরকারের উপর নির্ভর করতে হয় না তাদের মনোভাব বিদেশে প্রচার করার জন্যে। ইন্টারনেটের বদৌলতে যে কোন মানুষ তাদের মনোভাব বিশ্বের সাথে ভাগাভাগি করতে পারে সহজেই। তার প্রমান একটা পাঠিয়েছে আমাদের এক পাঠক ফারুক তারেক। ওয়েব সাইডের বিষয়বস্তু আমেরিকান নির্বচন। হিসাব অনুসারে ৫০ ভাগ আমেরিকান বুশের নির্বাচনে কষ্ট পেয়েছেন। তাদের বক্তব্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষের প্রতিক্রিয়া প্রচার করছে Sorry Everybody নামক ওয়েব পেজ। চমৎকার এ ওয়েব পেজের খবর দেবার জন্যে ফারুককে সদালাপের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। পাঠকের সুবিধার্থে সদালাপে এর লিংক দেওয়া হলো।

(৭)

সামপ্রতিক সিবিসির উদ্যোগে শ্রেষ্ট কানাডিয়ান নির্বাচন হয়ে গেল। ১.৪ মিলিয়ান ভোটে শ্রেষ্ট ক্যানাডিয়ান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন টমি ডগলাস। টমি ডগলাস দরিদ্র এক ইমিগ্রেন্ট পরিবারের সন্তান হয়েও সততা আর একনিষ্টতায় ক্যানাডার রাজনীতিতে আমুল পরিবর্তন করেছিলেন। যার সবচেয়ে বড় অবদান ক্যানাডার ইউনির্ভার্সাল হেলথ

সিস্টেম। যা আমেরিকা থেকে ক্যানাডাকে ভিন্নতা দিয়েছে। এ ব্যবস্থার অধীনে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারের - যা বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্রনায়ক চিন্তাই করতে পারে না। দ্বিতীয় স্থানে আছেন টেরি ফক্স - যিনি ক্যান্সারে এক পা হারানোর পরও এক প্রচেষ্টায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিলেন, যার সমগ্রটাই ক্যান্সার গবেষনার জন্যে দান করা হয়। তৃতীয় স্থানে আছেন সাবেক প্রধান মন্ত্রী পিয়ারে ঐলিয়েট ট্রুডো - যিনি কানাডাকে একটা উদার ও আধুনিক দেশ হিসাবে গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন করেছেন- যার তৈরী করা উদার অভিবাসন নীতির বদৌলতে আমার মতো বাংলাদেশীরা ক্যানাডাতে বসবাসের সুযোগ পেয়েছে।

এ লেখা যখন পাঠকের কাছে যাবে ততক্ষনে বাঙালিদের গর্বের মাস - বিজয়ের মাস শুরু হয়ে যাবে। পাঠক - লেখকদের কাছে অনুরোধ বিজয় দিবস উপলক্ষে লেখা পাঠান। যারা লেখা পাঠিয়েছেন তাদেরটা সহ বিজয় দিবসে বিশেষ ভাবে আপনাদের লেখা নিয়ে সদালাপ আপডেট করার আশা নিয়ে এখানেই শেষ করছি।

সবাই ভাল থাকুন।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো, ৩০ শে নভেম্বর ২০০৪